International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 35-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.35-41

বাংলা পথনাটক উদ্ভবের প্রাথমিক পর্ব

মিঠু সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Street drama is a modern theatre from in the sphere of Bengali literature. The tradition of street dramas are rooted in the folk-drama . Through the folk dramas are acted on roads on occasion of people's festivals are not be categorised as street dramas. The literary form, street drama is evolved for the need of social, political and economic causes at historical times. Modern street dramas are born in the womb of worker's movements of Europe and America. The drama name of 'Muktir Avijan' written by Dayal Kumar rings the morning bell of Bengali street drama in the year 1938. Later Umanath Bhattacharya, Panu Pal, Jochhon Dostidar, Utpal Dutta, Chiraranjan Das and others theatre artists played the vital role to the trends of street theatre. How the initial phases of Bengali street drama have been conducted will be attempted to discuss in this essay.

কোনো সংস্কৃতিই মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলা সাহিত্যে নাটক একটি মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহক শিল্পরূপ। বঙ্গদেশে বিদেশি রঙ্গালয়ের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বিদেশি রঙ্গালয়গুলিতে অভিনীত হত ইংরেজি নাটক। এই রঙ্গালয়গুলির অধিকাংশ দর্শকাসন উজ্জ্বল করতেন ইংরেজ ব্যক্তিবর্গ। তবে সেখানে বেশ কিছু নাট্যপ্রিয় বাঙালি দর্শকের ও সমাবেশ ঘটত। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় নাটক অভিনীত হওয়ায় নাটকগুলি বাঙালি দর্শকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই দেখা যায়, পরবর্তীকালে ইংরেজি নাটকগুলি বাংলায় অনুবাদ করে অভিনীত হত। কিন্তু তাতেও তাদের মন তুষ্টি হত না। এরপর সংস্কৃত থেকে অনূদিত নাট্যাভিনয় দেখে বাঙালি নাট্য তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু অনুবাদমূলক নাটকগুলি নাট্য পিপাসু বাঙালির মনের সাময়িক তৃষ্ণা নিবারণ করলেও সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটক নিয়ে উপস্থিত হন বাঙালি নাট্যকাররা। যোগেন্দ্র গুপ্তের হাত ধরে বাংলা মৌলিক নাটকের দ্বার উন্মোচিত হয়। এরপর আমরা একে একে পাই রামনারায়ন তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মোশাররফ হোসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বগণকে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে পথনাটক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের নাট্যকর্ম। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনে পথনাটকের উদ্ভব হয়। পথনাটক বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, প্রসেনিয়াম মঞ্চের বাইরে, মানুষ চলতি পথের ধারে, কোনো বিশেষ সামাজিক,

রাজনৈতিক, সমস্যামূলক পরিস্থিতি সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশিত নাটক। পথনাটক এমন একটি শিল্প মাধ্যম, যার জন্য দর্শককে পরিশ্রম করে টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতে যেতে হয় না। পথনাটকই হাজির হয় কারখানার গেট থেকে বস্তির মাঠে, হাটে, বাজারে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শ্রমজীবী, মেহনতী, শোষিত মানুষের কাছে। পথনাটক হল আধুনিক সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই নাটকে পথই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পথনাটক এককথায় সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের হাতিয়ার। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয় ও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। প্রাবন্ধিক হীরেন ভট্টাচার্য তার ‘পথনাটকের কথা’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

> “প্রতিবাদের এক বিশেষ শিল্পরূপ পথনাটক। তবে শুধু পথনাটকই বা কেন শিল্প মাত্রেরই বোধ হয় একটা প্রতিবাদী চরিত্র আছে।”[১]

আমাদের দেশে পথনাটক সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে। কিন্তু এই পথনাটকের ঐতিহ্য মূল নিহিত রয়েছে লোকনাট্যের মধ্যে । বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের মতে-

> “একসময় সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, উৎসবে, মেলায় লোকজীবনে নানা ধরনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে পথনাটক অভিনীত হত। পথনাটকের চর্চা এবং প্রদর্শন বহুদিন আগে থেকে ভারতে চলে আসছে।”[২]

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের লোকউৎসবকে কেন্দ্র করে যেমন ছৌ নাচ, আলকাপ, গম্ভীরা, লোটো, টুসু প্রভৃতিলোকনাট্য গুলি হাটে, বাজারে, মন্দিরে, পথে, খোলা মাঠে অভিনীত হত। রথের উৎসব এবং গাজনের সময় রাস্তায় সং এর সাজ বের হতো। এইসব লোক উৎসবগুলি অধিকাংশই পথে পথে ঘুরে ঘুরে অভিনীত হত। পথে আভিনীত হলেও এদের পথনাটক বলা যায় না। কেননা এদের প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সমস্ত লোকশিল্পগুলি মানুষের জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে। এইসব উৎসব যাত্রার কথা স্মরণ করেই উৎপল দত্ত মুকুন্দ দাস সম্পর্কে বলেছেন-

> “আমাদের মতো দরিদ্র, আশিক্ষিত দেশে মুকুন্দ দাস যাত্রাকে সর্বোপদেশের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন, এ (পথনাটক) তারই আধুনিক সংস্করণ।”[৩]

উৎপল দত্তের মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়, পথনাটক ধারণাটি বঙ্গদেশে পূর্ব পরিচিত একটি শিল্প মাধ্যম। যা দর্শককে উত্তেজিত করতে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক পথনাটকের জন্ম হয়েছে ‘ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভে’ থেকে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর রাশিয়ায় পিপলস থিয়েটারের সূচনা হয়। এই পিপলস থিয়েটারের উদ্যোগে কারখানার গেটে, হাটে-বাজারে, মাঠে, হাসপাতাল চত্বর সর্বত্রই দর্শকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন কবিতা, নাট্যরূপ এবং নাটক অভিনয় হয়। এই নাটকের কাহিনীতে থাকতো শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কথা। সোভিয়েত রাশিয়ায় পথনাটকের পথ পরিক্রমা শুরু হয় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রয়াস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীর চক্রান্ত,

ফ্যাসিবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর উপর চালিত অকথ্য অত্যাচার, সমাজতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয় পথনাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হতাশা, নৈরাশ্য, বঞ্চিত জনতার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কিছু মানুষ নিজেদের হাতে কলম তুলে নেন। তাদের লেখনি গর্জে ওঠে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব সম্পর্কে নাট্যকার ও অভিনেতা শিব শর্মা বলেছেন-

> " আধুনিক পথনাটকের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে যখন দেশে বিদেশে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে আধুনিক নাটকের উদ্ভব।"[৪]

১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশে প্রগতি লেখক সংঘ (১৯৩৬), ছাত্র ফেডারেশন (১৯৩৬), ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্প (১৯৪২) বিভিন্ন সংগঠন গঠিত হয়। এইসব দলগুলি তাদের আদর্শ, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়া কর্ম করে সাধারণ মানুষের ভরসার স্থান লাভ করে। তারা তাদের নিজেদের রচিত গান, নাটক, কবিতার মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমস্যামূলক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে। তাদের এই গণমুখী প্রচার মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পথনাটক। সমকালের চাহিদা এবং প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তারা পথনাটক রচনা করে। বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারাও নাট্য আন্দোলন সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। এ প্রসঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সংগঠক হুগলির দয়াল কুমার বলেছেন-

> "১৯৩৮ এ এডাল্ট এডুকেশন ব্রিগেড গড়ে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ব প্রসারের কাজে এগিয়ে গেল ছাত্র ফেডারেশন হুগলি জেলায়। এডগার স্নোর 'রেড স্টার ওভার চায়না'য় অল চায়না স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের গণনাটক (এখন আমরা যাকে পোস্টার ড্রামা বলি) কাহিনী পড়ে হুগলি ছাত্র ফেডারেশনের দাবি পূরণে আমি লিখলাম একটি ছোট নাটক 'মুক্তির অভিযান'। এডাল্ট এডুকেশন ব্রিগেড তাই নিয়ে গ্রামে গ্রামে অভিযান চালায়। সম্ভবত এই হল আমাদের বাংলাদেশের প্রথম গণনাটক।"[৫]

১৯৩৮ সালে দয়াল কুমারের 'মুক্তির অভিযান' নাটকটির মধ্যে দিয়ে বাংলা পথনাটকের পথ পরিক্রমা শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রচনা করেন 'আলোর পথে' পথনাটকটি। তাঁর লেখা নাটক দুটির মূলে রয়েছে যুদ্ধবিরোধীতার কথা। এরপর শ্রমিকদের দাবি নিয়ে দয়াল কুমার লেখেন 'চিঠি' নামক একটি পথনাটক। নাট্যকার দয়াল কুমার সম্পর্কে সমালোচক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> "ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রশিল্পী দয়াল কুমারের উদ্যোগে পথনাটিকার সূত্রপাত বলা যেতে পারে।"[৬]

পথনাটকের এই ধারা ক্রমশ স্বল্প থেকে বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে ছাত্র ফেডারেশনের দ্বারা। তাদের পথনাটকগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তারা গ্রামে গঞ্জে পরিক্রমা করে সাধারণ মেহনতী মানুষের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী থেকে নাটকের প্লট সংগ্রহ করতেন। তৎকালীন সময়ে ভারতের পূর্ব সীমানায় জাপানি আক্রমণের ভয়ে মানুষ ভীত হয়ে উঠলে, যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে নামতে

এগিয়ে আসে ছাত্র ফেডারেশনের দল। তারা তাদের গান, নাটকের মধ্য দিয়ে মনে সাহস সঞ্চার করে। চল্লিশের দশকে জাপানি আক্রমণকে কেন্দ্র করে সুকান্ত ভট্টাচার্য লেখেন 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটকটি। যদিও এই নাটকটি প্রথমে মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায় কিন্তু পরবর্তীতে নাটকটি নেমে আসে জনতার দুয়ারে তথা পথে। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়-

> "বাংলায় জাপ অভিযান আসন্ন। বাংলার শহরে-গ্রামে সর্বত্র জনসাধারণকে আজ বিপুলভাবে জাগাইয়া তুলিতে হইবে জাপানি ফ্যাসিস্টদের রুখিবার জন্য। জন নাটিকা এই কাজে বিরাট সহায়।"[৬]

এই বিজ্ঞাপনটি তরুণ লেখক ও শিল্পীদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শুরু হয় পথনাটক রচনার প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় বনস্পতি গুপ্ত 'দেশ রক্ষার ডাক' শীর্ষক পথনাটক রচনা করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় নৃপেন্দ্র সাহা সংকলিত পথনাটকের গ্রন্থপঞ্জি থেকে জানা যায় ১৯৩৮ সালের পর থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাতে কোনো পথনাটক পাওয়া যায়নি। তবে তার পরবর্তী সময়ে পথনাটকের ধারাকে উজ্জ্বল রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন উমানাথ ভট্টাচার্য, পানু পাল, উৎপল দত্ত, সজল রায় চৌধুরী, সুনীল দত্ত, জোছন দস্তিদার, চিররঞ্জন দাস, বাসুদেব বসু, বীরু মুখোপাধ্যায়, হীরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা তাদের লেখনীর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের লেখা পথনাটকগুলি ছিল সমকালীন সময়ে সমাজের দলিল স্বরূপ। পথনাটক করতে গিয়ে নাট্যকর্মীদের অনেক সময় বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। তবুও তারা তাদের নাটক নিয়ে সর্বদা গতিশীল ছিলেন। নাট্যকার সজল রায় চৌধুর ১৯৪৮ সালে তাঁর লেখা 'নয়নপুর' পথনাটকটি সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> "এই নয়নপুর লেখা হয়েছিল কাকদ্বীপের কৃষক অভ্যুত্থানের ওপরে। এবং প্রথম প্রযোজনা হয় যে জায়গাতে, অহল্যা- সরোজিনী মৃত্যু হয়েছিল পুলিশ খুন করেছিল এবং আমাদের কমরেডরা সেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সেখানে অভিনয় করেছিলেন এবং পুলিশ আসবার আগেই চলে এসেছিলেন।"[৮]

১৯৪১ সালে সলিল চৌধুরী লিখেন 'সংকেত' নামে একটি পথনাটক। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকার তাদের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা নিয়ে নবীন-প্রবীণ সম্প্রদায়ের মতানৈক্যের প্রতি রেখাপাত করে সজল রায় চৌধুরী 'পনেরোই আগস্টের পরে' পথনাটকটি রচনা করেন।

বাংলা পথনাটকের সৃষ্টি পর্বে উমানাথ ভট্টাচার্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৫১ সালে তিনি লেখেন প্রথম পথনাটক 'চার্জশিট'। পথনাটকের অন্যতম শিল্পী উমানাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে শোভা সেন বলেছেন-

> "নীরবে নিঃশব্দে চলে গেলেন আমাদের উমানাথ ভট্টাচার্য..... অথচ অনেকেই জানেন না সে ছিল আজকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও জরুরী নাট্য মাধ্যম পথনাটিকার জনক"[৯]

‘ চার্জশিট’ নাটকটি উমানাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন বামপন্থী কর্মী ও শিল্পীদের বন্দিমুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে। পথনাটকটি প্রথম অভিনীত হয় হাজরা পার্কে। এই নাটকে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, পানু পাল, উমানাথ ভট্টাচার্য ও মমতাজ আহমেদ। ‘চার্জশিট’ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে শোভা সেন জানান-

> “ সেদিন বক্তৃতা করবেন কয়েকজন নেতা এবং পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি সেদিনই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা হাজরা পার্কে এসে বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর আসতে বিলম্ব হচ্ছে, দর্শকরাও অধৈর্য হয়ে পড়েছেন, অগত্যা নাটিকা শুরু করে দিতে হল। নাটক বেশ জমে উঠেছে। মাঝপথে বঙ্কিমবাবু পৌঁছলেন। উনি খুব মনোযোগ দিয়ে নাটকটি দেখলেন। এবং শো-এর শেষে শিল্পীদের নিয়ে, নাটিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে এদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানালেন। শিল্পীরাও প্রচন্ড প্রেরণা পেল এখান থেকে।”[১০]

বাংলা পথনাটকের অন্যতম কান্ডারী পানু পাল ‘চার্জশিট’ নাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে পথনাটকের জগতে পদার্পণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পথনাটকের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আত্মিকতা গড়ে তোলা সম্ভব। ১৯৫২ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পানু পাল রচনা করেন ‘ভোটের ভেট’ পথনাটকটি। তাঁর এই পথনাটক সম্পর্কে কুন্তল মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

> “ উৎপল দত্তের ভাষায় যেখানেই ‘ভোটের ভেট’ সেখানেই মানুষের ঢল। ঋত্বিক, উমানাথ, উৎপল এবং গণনাট্য সংঘের প্রবল উৎসাহে, পানু পালের সচেষ্টতায় ১৯৫২ সালে নির্বাচনী পথনাটকের যে বীজটি রোপিত হয়েছিল, আজ তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত। আজ পানু পাল আর পথনাটক দুটি প্রায় সমোচ্চারিত, সমার্থক শব্দ হিসাবেই নাট্যপ্রেমী মানুষদের কাছে পরিচিত।”[১১]

‘ভোটের ভেট’ নাটকটি রচিত হয়েছিল মাত্র চারটি চরিত্র নিয়ে। এই নাটকে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, উমানাথ ভট্টাচার্য এবং পানু পাল। নাটকটি মহেশতলা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহুবার অভিনীত হয়। নাটকে বর্ণিত হয়েছে শাসকশ্রেণীর দ্বারা বয়স্ক চাষির প্রবঞ্চনার কাহিনী। ১৯৫২-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পানু পাল অসংখ্য পথনাটক লিখেছেন। ছ’য়ের দশকে খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেন ‘কত ধানে কত চাল’ পথনাটকটি। এই নাটকে এক মুঠো অন্নের জন্য নিরন্ন মানুষের হাহাকার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। শাসকশ্রেণী নিজেদের কালোবাজারি চাল, ডাল গুদামজাত করতে ব্যস্ত। অথচ মৃত্যুর কবলে পতিত হওয়া ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিদৃষ্টিপাত করার সময় তাদের নেই। পরবর্তী সময়ে পানু পালের লেখা উল্লেখযোগ্য পথনাটকগুলি হল ‘ সৌরিন মাস্টারের সংসার’, ‘ ব্যর্থ জীবন’, ‘ ভাত’, ‘ যদি আমরা মন্ত্রী হই’, ‘ নিশির ডাক’, ‘ ওরা আর আসবে না, ‘ খেয়া তরী’, ‘ গঙ্গাযাত্রা’ ইত্যাদি।

উৎপল দত্ত পথনাটকের ধারায় আত্মপ্রকাশ করেন, ১৯৫২ সালে পানু পালের ‘ভোটের ভেট’ নাটকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। উৎপল দত্ত মনে করতেন, পথনাটকের উদ্ভব হয়েছে মূলত রাজনৈতিক চাহিদা থেকে। দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কথা সরাসরি জনতার সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন উৎপল দত্ত। তাঁর কথায় -

"পথনাটিকা হচ্ছে রাজনৈতিক ইস্যুর ওপর রাজনৈতিক নাটক.... পথনাটিকায় কোন ভান নেই।... পথনাটিকা আগ্রাসী প্রচার মাধ্যম। একটা তাৎক্ষণিক ইস্যুর ওপর মানুষকে সচেতন করা, প্রয়োজনে ক্রুদ্ধ করে তোলা।"[১২]

সমাজের অত্যাচারিত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বহু পথনাটক রচনা করেন। উৎপল দত্তের লেখা প্রথম পথনাটক 'পাসপোর্ট'। শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় গড়িয়াহাটে। 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকে দেখা যায়, কারখানার মালিকের অন্যায়, শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদের চিত্র। ১৯৬৪ সালে খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত লেখেন 'সমাজতান্ত্রিক চাল' পথনাটকটি। নাটকে দেখানো হয়েছে বিংশ শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে খাদ্য সংকটের বীভৎস চিত্র। নাটকটিতে তিনি সমাজতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে, ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পথনাটকগুলির মধ্যে রয়েছে ' জনতার কল্লোল', ' মৃত্যুর অতীত', ' মালোপাড়ার মা', ' দিনবদলের পালা', ' ময়না তদন্ত', ' কালো হাত', ' মুমূর্ষু নগরী', ' কাচের ঘর', ' সত্তরের দশক' প্রভৃতি।

বাংলা পথনাটকের ধারার একজন নিরলস কর্মী ছিলেন জোছন দস্তিদার। তাঁর পথনাটক রচনার হাতে খড়ি হয়েছিল নাট্যকার উৎপল দত্তের হাতে। জোছন দস্তিদার রচিত প্রথম পথনাটক ' চোট দিন'। তাঁর এই পথ নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর লেখা অন্যান্য পথনাটকগুলি হল- ' জীবনের গান', ' প্রতিরোধ', ' এখানে থেমো না', ' কুমিরের কান্না', ' শ্মশানে তাত্ত্বিক', ' শহীদের মা' ইত্যাদি। জোছন দস্তিদার পথনাটকে তাৎক্ষণিকতার সীমা থেকে বের করে এনে সমকালের পথে উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

নাট্যকার চিররঞ্জন দাস পথনাটকে ধারায় পদার্পণ করেন এক বিশেষ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে। দুর্বল হয়ে যাওয়া গণনাট্য সংঘকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন নাট্যকার চিররঞ্জন। দু'য়ের দশক ও তারপরে চিররঞ্জন রচিত পথনাটক গুলি হল ' বাঁধা আর মানবো না', ' ভিয়েতনাম', ' জনতার বিচার', ' মৃত্যুহীন', ' তুমি আমি সবাই', ' ষড়যন্ত্র', ' সন্ত্রাস' প্রভৃতি। বাংলা পথনাটকের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সুনীল দত্তের 'ভাঙ্গা তরী', ' রক্তে বোনা ধান', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ' কাঁঠালের আমসত্ত্ব', শিব শর্মার ' বুড়ো আঙুল', ' রক্ত থেকে জন্ম', ' প্রশ্ন করুন', হীরেন ভট্টাচার্যের ' বাস্তব শাস্ত্র', বাসুদেব বসুর ' বিপরীত প্রতিরোধ', বিরু মুখোপাধ্যায়ের ' ভোরের স্বপ্ন' প্রভৃতি পথনাটকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পথনাটক প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পথনাটক বন্ধু, শিক্ষক, সমব্যথীর সাথী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও বর্তমান সময়েও পথনাটক গুরুত্ব সমভাবে বহমান। পথনাটকে রয়েছে জীবন্ত সমস্যার কথা। আর সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি থেকে আলোর পথের দিশা দেখিয়েছে পথনাটকের নাট্যকর্মীরা। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পথনাটকের উত্তরণ ঘটলেও আজও তা থেমে থাকে নি। তাই পুরাতন ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই পথনাটক ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

তথ্যসূত্র:

১) ভট্টাচার্য, হীরেন, '*পথনাটকের কথা*', গণনাট্য পত্রিকা, মে-জুলাই ১৯৯০, পৃ. ৪৯।

২) বন্দোপাধ্যায়, বীরেশ্বর, ' *বাংলার পথনাটক প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষার খসড়া'*, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, (৩৫ বর্ষ ২৮ ও ২৯ সংখ্যা), ২০০২, পৃ. ৫৩ ।
৩) দত্ত, উৎপল, ' *সমাজ বিপ্লব : গণনাটক'*, ' নাট্যমেলা স্মরণিকা', ২০০১।
৪) শর্মা, শিব, *'পথনাটকের কথা ঐতিহ্যগত বিষয়: বিকাশ ও বিভ্রান্তি,'* পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, (নয় সংখ্যা) ২০০৪, পৃ. ১৭।
৫) গুহ, শান্তিময়, *'পথনাটক: আজকের ভাবনা'*, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) ১৯৮২, পৃ. ৪০।
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য, *'পথনাটক: উদ্ভব ও বিকাশ'*, জাগা জেগে থাকা জাগানো সফদর ৫০, কলকাতা ২০০৬, পৃ. ১৪।
৭) গুহ, শান্তিময়, তদেব, পৃ. ৪৫।
৮) রায় চৌধুরী, সজল, নিখিল রঞ্জন দাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, (৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) নভেম্বর- ৮৬ জানুয়ারি ৮৭, পৃ. ১৭৪।
৯) সেন, শোভা, '*উমানাথ : কিছু স্মৃতি ও পথনাটিকার গুরুত্ব'*, এপিক থিয়েটার পত্রিকা, (সংখ্যা-১২, ৯১-৯২), পৃ. ৩০।
১০) সেন, শোভা, তদেব, পৃ. ৩০।
১১) মুখোপাধ্যায়, কুন্তল, '*পথের মানুষ কাছের মানুষ, পানু পাল'*, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, (নয় সংখ্যা), ২০০৪, পৃ. ১৬৫।
১২) সরকার, সুদীপ, *'পথনাটক এবং পথের নাটক'*, গণনাট্য পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৬০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) ঘোষ, অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২) চৌধুরী, দর্শন, ' গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্টুপ, ২ নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা ০৯।
৩) দত্ত, সুনীল, 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-১।